শীর্ষবিন্দু

শিল্প সাহিত্য বিষয়ক ছোট কাগজ
জন্মদিনের ক্রোড়পত্র
২ শ্রাবণ ১৪৩৩ ॥ ১৭ জুলাই ২০২৬

লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ

যে প্রাণ প্রস্ফুটিত মানবিক প্রজ্ঞায়

৭১তম জন্মদিনে নিবেদিত অর্ঘ্য

সম্পাদকীয়

শীর্ষবিন্দু ছোট কাগজ এর ১৬ তম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই বিশেষ সংখ্যাটি আমাদের শীর্ষবিন্দু ছোট কাগজ এর সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা কবি লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সাহেবকে নিয়ে।

লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ একজন কবি, মূলত কবিতাই তিনি লেখেন। কবিতার পাশাপাশি গীতিকবিতা,প্রবন্ধ ও জীবনী ভাবনা লিখেছেন বেশ কিছু। তাঁর কবিতার ভুগোলে মানুষের জীবনের আলো-অন্ধকার এবং অচেনা বিবরণ বাতি উঁকি দেয়, ভেবে বিস্ময় জাগে–কী অবাক কুশলকায় তিনি পাঠ করেন মানুষকে; অসীম মমতা ও শিল্পকুশলতায় তুলে ধরেন মানুষের যাপিত জীবনের বহুকৌণিক রঙ ও রেখা। তাঁর কবিতা ও গদ্যের সৌরভে মুগ্ধ হই।

জগত-সংসারের সমস্ত রকম কাজের ভিড়ে লেখাকেই নিজের আরাধনা ও প্রেমের জায়গায় তুলে রাখেন তিনি গভীর মমতায়। তাঁর হাতে আরো সুন্দর ও অসামান্য কবিতা তৈরি হোক। মানুষ ও সমাজে তাঁর কবিতার বিভা ছড়িয়ে পড়ুক।

কবির ৭১তম শুভ জন্মদিনে এই শুভকামনা আমাদের,সুস্থ সুন্দর নিরাপদ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।
শুভ জন্মদিন।

পরিশেষে এই বিশেষ সংখ্যা যারা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সেলিম সাইফুল

সম্পাদক
সেলিম সাইফুল | সম্পাদনা সহযোগী
সুরঞ্জিত বাড়ই | শব্দবিন্যাস ও অলংকরণ
রঞ্জন কুমার দে | প্রকাশনায়
প্রজাপতি প্রকাশন, মুক্তাগাছা | প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
গ্রাফিটি, আমপট্টি মোড়, ময়মনসিংহ

একজন লায়ন আব্দুর রশিদ : সরলতা ও রহস্যতত্ত্ব

শাখাওয়াত বকুল

লায়ন আব্দুর রশিদ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক মোহময় সন্ধ্যায়। চারপাশের অসংখ্য কূটচাল, আত্মপ্রবঞ্চনা, ভ্রুকুটি আর হিসাবি সম্পর্কের ভিড়ে যখন মানুষের প্রতি আস্থা কিছুটা ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন এই মানুষটির সান্নিধ্যে এসে এক অন্যরকম প্রশান্তির স্পর্শ পেয়েছিলাম। প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিল, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজেকে বড় করে তোলার চেয়ে তাঁর চারপাশকে সুন্দর করে তোলার কাজেই বেশি মনোযোগী। আজকের সময়ে এমন মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না।

কৃষি ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা নিছক শখের বিষয় নয়; এটি তাঁর জীবনদর্শনেরই অংশ। তিনি জমিকে কেবল উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেন না, দেখেন জীবনের উৎস হিসেবে। একটি পেঁপে গাছের বেড়ে ওঠা, একটি চারার সবুজ হয়ে ওঠা কিংবা ঋতু পরিবর্তনের ভেতরে তিনি যে আনন্দ খুঁজে পান, তা আধুনিক নগরজীবনের অনেক মানুষই অনুভব করার সুযোগ হারিয়েছে। কৃষিকে ভালোবেসে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর খামার। সেখানে শুধু ফসল ফলানো হয় না, লালন করা হয় এক ধরনের জীবনবোধ-যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও শ্রম পরস্পরের পরিপূরক।

প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসারই সম্প্রসারণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত "আসপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন"। পরিবেশ নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কথা হয়, কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করার মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক কম। লায়ন আব্দুর রশিদ সাহেব তাঁদের একজন, যাঁরা কথার চেয়ে কাজে বেশি বিশ্বাস করেন। পরিবেশ রক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি আসলে একটি মানবিক সমাজের স্বপ্ন দেখেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি রক্ষা মানে কেবল গাছ লাগানো নয়; বরং মানুষের ভেতরে মমতা, দায়িত্ববোধ এবং সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
তাঁর আরেকটি বড় গুণ হলো তরুণদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি জানেন, একটি সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার তরুণ প্রজন্মের ওপর। তাই তিনি মেধাবী তরুণদের উৎসাহ দেন, তাঁদের কথা শোনেন, তাঁদের স্বপ্নকে গুরুত্ব দেন। অনেকেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের থেকে দূরে সরে যান, কিন্তু তিনি উল্টো তাঁদের আরও কাছে টেনে নেন। তাঁর সান্নিধ্যে এলে একজন তরুণ অনুভব করতে পারে যে তার স্বপ্নেরও মূল্য আছে, তার চিন্তারও গুরুত্ব আছে। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রধান সেতুবন্ধন সাহিত্য। তিনি হয়তো সাহিত্যকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জটিলতায় আবদ্ধ করেন না, কিন্তু সাহিত্যকে ভালোবাসেন গভীর আন্তরিকতা থেকে। বই, কবিতা, সংস্কৃতি কিংবা শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগে কোনো প্রদর্শন নেই। তিনি সাহিত্যকে ব্যবহার করেন না নিজের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য; বরং সাহিত্য তাঁর জীবনকে আরও কোমল, আরও মানবিক করে তুলেছে। এ কারণেই তাঁর সাহিত্যচর্চা আমাকে আকৃষ্ট করে।

তাঁর চারপাশে নানা ধরনের মানুষের সমাগম ঘটে। কেউ আসে শ্রদ্ধা নিয়ে, কেউ আসে সুযোগের আশায়। মানুষের লোভ, কৌশল কিংবা অন্তর্লুকানো স্বার্থ তিনি বুঝতে পারেন না-এ কথা বলা যাবে না। বরং অনেক সময়ই তিনি সব বুঝেও নীরব থাকেন। কারণ তিনি জানেন, প্রত্যেক মানুষের বিচার করার দায়িত্ব তাঁর নয়। এই নীরবতার মধ্যে আমি এক ধরনের প্রজ্ঞা খুঁজে পাই। সবকিছুর জবাব দিতে হয় না, সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতে হয় না; কখনো কখনো নিজের মানবিকতা অক্ষুণ্ন রাখাটাই বড় কথা।

তাঁর সরলতা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এই সরলতা বোকামি নয়, বরং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের ফসল। তিনি মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেন, নিজের অর্জন নিয়ে অহংকার করেন না, আবার ব্যর্থতা নিয়েও অতিরিক্ত আক্ষেপ করেন না। তাঁর জীবনযাপনে এক ধরনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে, যা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না। আজকের আত্মপ্রচারণামুখর সময়ে এই গুণ আরও বিরল বলে মনে হয়।

তিনি সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ সাধক। প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের সৌন্দর্য, শিল্পের সৌন্দর্য- সবকিছুর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। কিন্তু জীবনের এক অদ্ভুত পরিহাস হলো, সৌন্দর্যের সাধকদের জীবনেও কদর্যতা এসে উপস্থিত হয়। তাঁর জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। নানা ভুল বোঝাবুঝি, অকৃতজ্ঞতা কিংবা স্বার্থপরতার মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছে। তবুও তিনি তিক্ত হননি। প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়ে, নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে তিনি আবারও শান্তি খুঁজে নিয়েছেন।
আমি প্রায়ই ভাবি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এত কিছু দিয়েছেন কেন। এর একটি কারণ সম্ভবত তাঁর উদার মন। তিনি সহজে কাউকে সন্দেহ করেন না, কাউকে ছোট করে দেখেন না, মানুষের দুর্বলতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাঁর মধ্যে বিচারকের কঠোরতা নেই; আছে একজন অভিভাবকের মমতা। হয়তো এই মানবিক গুণগুলোর কারণেই তিনি মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন।
তাঁর কবিতাও তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন। সেখানে জটিল বাগাড়ম্বর নেই, কৃত্রিম বুদ্ধিদীপ্ততার প্রদর্শন নেই। তাঁর কবিতা অনেকটা তাঁতের বয়ানের মতো- ধীর, সরল, আন্তরিক এবং জীবনঘনিষ্ঠ। নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও জীবনবোধ থেকেই তিনি শব্দের বুনন তৈরি করেন। তাই তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ভাষার অলংকারে নয়, অনুভূতির সততায়।
আমি লায়ন আব্দুর রশিদ সাহেবকে ভালোবাসি তাঁর অর্জনের জন্য নয়, তাঁর অবস্থানের জন্যও নয়। আমি তাঁকে ভালোবাসি তাঁর সেই বিরল সরলতার জন্য, যা আজকের পৃথিবীতে ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে। আরও ভালোবাসি তাঁর জীবনের সেই নীরব রহস্যকে, যেখানে সাফল্যের চেয়ে মানবিকতা বড়, কোলাহলের চেয়ে প্রশান্তি বড়, আর আত্মপ্রদর্শনের চেয়ে ভালোবাসা ও মমতাই অধিক মূল্যবান। তাঁর মতো মানুষ আমাদের মনে করিয়ে দেন- মানুষ হওয়াটাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পরিচয়।

জীবন বদলে দেয়া মানুষ

এম ইদ্রিছ আলী

সময় বহতা। ঘুরে পৃথিবী। সেই রেশ ধরে দিনবদলের পালাবদলে দুনিয়া বদলায়। মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি, পরিবেশ বদলের হাওয়া সবটাই ছুঁয়ে যায়। বিবর্তনের নিয়ম মেনে সেই বদলে প্রকৃতিগত এবং মনুষ্য সৃষ্ট উভয় প্রভাবই প্রায়োগিক। সমাজ বিবেচ্যে মনুষ্য প্রভাবের সেই বদলে যাওয়ায় আবার পশ্চাৎগামীতা বনাম প্রগতিশীলতা বা অগ্রগামীতার ব্যাপারস্যাপার গণনা ধার্য। পজেটিভ মানুষের ভাবনায় সভ্যতার তাকে তাক সাজিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব প্রগতির পথ প্রশস্ত করে পৃথিবী এগিয়ে যায় একটা সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায়। সেখানে চকচকে সূর্যালোয় ঝকমকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের ধ্যান থাকে, চাঁদনী পশর রাতের স্বপ্ন থাকে, পরিবেশ, প্রতিবেশ সর্বক্ষেত্রে মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের জন্য নিরাপদ এক পৃথিবী গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা থাকে। প্রকাশে যাই আসুক প্রকৃত বিবেচনার গভীরতায় চোখ মেললে স্পষ্টতা জাগে এই যে, সেই প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট করে একক বা গুটি কয়েক মানুষের মোটা দাগে করে ফেলা কৃতকর্মের কৃতিত্ব বন্দনায় আটকে রাখবার বিষয় নয়। বরং সমাজ, রাষ্ট্রের কেন্দ্র হতে প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা পেশার লোকেদের বহু রৈখিক কর্মের যোগফল সেই প্রচেষ্টার চাকাকে ঘুরিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মানুষের প্রচেষ্টাতেই পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। তেমন প্রচেষ্টা প্রবহমান রাখবার মানুষ সমাজের সবাই নন, কেউ কেউ থাকেন। এই কেউ কেউ যারা থাকেন তারা সাধারণত নিজের ভাগ্যোন্নয়নের একক চিন্তায় বিভোর থাকতে পারেন না। তারা নিজের ভাগ্যের সাথে সমাজের আরও কতক বা সামগ্রিক মানুষের ভাগ্যটাকে গিট দিয়ে ফেলেন। নিজের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কর্মহস্ত প্রসারিত করেন। এরা স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান। অকর্ষিত মাঠে সময়ের লাঙ্গল চষে এরা বহুকষ্টে মাঠ প্রস্তুত করেন। সেই মাঠে নিজের লালিত স্বপ্ন বুনেন। অতঃপর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাকা ফসল উঠান। সেই ফসলের সুফল যখন সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি ভোগ করার সুযোগ পায় সমাজ তখন সমতার পথে খানিকটা এগিয়ে যায় নির্দ্বিধায়। পৃথিবী তখন সুন্দরের রূপ ধারণ করে। তখন ওই যে কেউ কেউ যিনি সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, পৃথিবীর জন্য কিছু একটা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তিনি আত্মোপ্রশান্তি উপভোগ করেন। ভাললাগা, ভালবাসার ভিন্ন তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ততা নিয়ে তিনি মানুষের পৃথিবীতে আরো কিছু করবার নতুন আকাঙ্ক্ষায় নিমগ্ন হন। এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা মানুষদের অগণিত প্রয়াসের সমষ্টিতেই সমাজ বদলেছে, দেশ এগিয়েছে, মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে, গ্রামীণ জীবন শাহরিক জীবনের স্পর্শ পেয়েছে; সর্বোপরি দুনিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন চলমান রয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা বাণিজ্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, কলা, নানা শ্রেণি, নানা পেশায় শহরে, গ্রামে, দেশে, প্রবাসে নানা স্থানে নানা সুরতে সৃষ্টিশীল ধারায় সামগ্রিক পরিবর্তন প্রত্যাশায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, থাকেন, কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, চালিয়ে যান।

লায়ন মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ তাদেরই একজন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে সনদ বগলদাবা করে একটা চাকুরিতে জীবন বেঁধে আপন ভাগ্য বদলের ট্র্যাডিশনাল ধারায় প্রবাহমান না থেকে তিনি একটু ভিন্নতার পথে হাঁটার চেষ্টা করেছেন। এনজিওতে ঢুকে এনজিওটা বুঝে প্রান্তিক লোকেদের ভাগ্যটাকে বদলে দেবার স্বপ্নে নিজের ভাগ্যের সাথেই তাদের ভাগ্যের মরচে ধরা চাকাটা বেঁধে নিয়ে মাঠে নামেন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে রাজধানী শহর থেকে দূরে ধূসর লালমাটির জনপদ ভালুকা উপজেলায় প্রান্তিক মানুষের সাথে কাজ শুরু করেন। গড়ে তোলেন আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নামে বেসরকারী সংস্থা-এনজিও। লক্ষ্য স্থির, উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম, গন্তব্য যেখানে নিয়ে যায়। মানুষের জন্য কিছু করার প্রত্যয়ে ছুটে চলেন প্রান্তে প্রান্তিক মানুষের কাছে একজন আব্দুর রশিদ। কথা বলেন, বোঝাতে চান। কেউ শুনে, কেউ শুনে না। কেউ তাকে গ্রহণ করে আপন জেনে, কেউ বা আবার প্রত্যাখ্যান করে তাচ্ছিল্য ভরে। হাল ছাড়েন না তিনি। ধীরে ধীরে কর্ম বাড়ে কর্মী বাড়ে। বাড়ে কর্মের পরিধি। মানুষের সেবার ব্রত ধারণ করেন অন্তরে, বাহিরে পরিশ্রম নিরন্তর। শ্রম, প্রচেষ্টা, একাগ্রতা সব মিলে সময়ের পথ বেয়ে আসপাডা (ASPADA) হয়ে উঠে বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO)।

১৯৯৩ সাল হতে এই অলাভজনক সংস্থাটি প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে। তার গড়া প্রতিষ্ঠানটি আজ ৯৩টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও কৃষিভিত্তিক জীবিকায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিরলস কাজে নিয়োজিত থেকে অবহেলিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রান্ত থেকে উঠে আসা একজন মানুষ আজ সমাজ, রাষ্ট্রের বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। বিষয়টি অন্তঃদৃষ্টি প্রসারিত করে ভাবতে গেলে কেবল বড় ঘটনা হয়েই দাঁড়ায় না বরং মানব জীবনের আত্মতৃপ্তির ব্যাপারও বটে। পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ যারা এই সমাজে প্রান্তিক মানুষ হিসেবে পরিচিত তাদেরকে প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় চলবার সুযোগ করে দিতে পেরেছেন। একজন ব্যাক্তি মানুষ হয়ে গণমানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটনোর প্রচেষ্টায় নিজেকে অব্যাহতভাবে নিয়োজিত রাখতে পারাটা নিশ্চয়ই একটা বড় বিষয়।

গত শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকে এই দেশে এনজিও গড়ে তোলার এক ধরণের হিড়িক লেগে গিয়েছিল। বহু এনজি'র জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সময় পরিক্রমায় এর বেশিরভাগই টিকতে পারেনি। নানা ব্যর্থতার তিলক পড়ে কালের কপোলতলে হারিয়ে গেছে সিংহভাগ। সেখানে দৃঢ়তা, বাস্তবতা, মানসিকতায় অটুট থেকে টিকে থাকতে পেরেছে কিছু সংস্থা। এই কিছুর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে আসপাডা। এটি টিকেছে মূলত মানুষ, রাষ্ট্র, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির রেখে স্বচ্ছতার পথ ধরে চলার কারণে। লায়ন মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এখানেই একজন কর্মী হিসেবে, একজন

উদ্যোক্তা হিসেবে এমনকি একজন সামগ্রিক মানুষ হিসেবে সার্থক চরিত্রের প্রতিভু। আজকের সমাজে চারদিকে অস্থিরতা। ভোগবাদিতার দুনিয়ায় ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষায় বিভোর প্রায় মানুষ। ব্যক্তি লাভের হিসেব মিলাতে ব্যস্ত সবাই, মহাব্যস্ত। অচীন নগরের অজানা হরিণ ধরতে যেন ছুটছে সবাই। কে কাকে পিছনে ফেলে নিজে আগে আভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবে সেই প্রতিযোগিতার দৌড়ে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা সবার। সেখানে লায়ন মোহাম্মদ আব্দুর রশিদদের মতো মানুষেরা বাহ্যিক অস্থিরতাকে খানিকটা দূরে রেখে স্থিরতা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সম্মিলিত প্রয়াসে।

অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে পেছনে ফেলে নয় বরং সমাজের কোনায় কানায় পড়ে থাকা দুর্বলতম মানুষটার প্রতিও সহায়তার আপন হাতটাকে প্রসারিত করে তাকে সঙ্গে নিয়ে হাটতে চান মূলস্রোতে সমতালে। এই যে চাওয়া এই চাওয়াটাই সমাজ, রাষ্ট্রের এমনি পৃথিবীর মঙ্গলময় পরিবর্তনের পথে প্রকৃত পদক্ষেপ। সরলীকরণে হয়তো এদের কাজকে আপনি বিশ্ব দরবারে বিশালাকার কিছু হয়ে গেছে বলে প্রমাণ করতে পারবেন না। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে বিবেচনার চোখে দেখলে এদের এই যে প্রয়াস বা প্রচেষ্টা সেটাকে আপনি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। এক এক প্রান্তের এমন অনেক লায়ন মোহাম্মদ আব্দুর রশিদদের পজেটিভ কর্মের যোগফল কিন্তু সামগ্রিক বদলে দেওয়ার বিশাল ক্যানভাসে ন্যূনতম হলেও ভূমিকার আঁচর মিলবে। এই লায়ন আব্দর রশিদ মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কঠিন কর্ম প্রচেষ্টার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্যেও নানা ভূমিকার রাখেন। একদিকে তিনি এসব ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেন। আবার সেই সাথে তিনি নিজে সাহিত্য চর্চা করেন। কবিতা লেখেন, গদ্য লেখেন, উপন্যাসও লিখেছেন। তার মানে মানুষটার ভেতরে সৃষ্টিশীলতা খেলা করে। সেটি শুধু আর্থিক হিসেব নিকেশের কঠিন ধারাতে সীমাবদ্ধ নয়। সেটি সাহিত্যের মতো মননশীল ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার সরল উক্তি, জীবনের অভিজ্ঞতা, মনে ধরা, মনে উঁকি দেওয়া বিষয়গুলো তিনি ভাল লাগার জায়গা থেকে কাগজের জমিনে লিখে রাখবার চেষ্টা করেন। এখানেও সরলতা, মননশীলতার ছাপ প্রতীয়মান।

সবমিলে একজন লায়ন মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ মানুষের ভাগ্যের পাশাপাশি, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী বদলে দেবার প্রত্যাশায় আপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছেন। মানুষের জন্য মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে এমন মানুষের সার্বিক সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে।

কবি, গীতিকার ও উপন্যাসিক এম এ রশিদের সাহিত্যকর্মে জীবনমুখিতা

সুরঞ্জিত বাড়ই

বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল আঙিনায় কবি, গীতিকার ও উপন্যাসিক এম এ রশিদ একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যস্রষ্টা। তিনি কবিতা, গান এবং উপন্যাস-এই তিনটি ধারাতেই সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে মানুষের জীবনসংগ্রাম, প্রেম-বিরহ, সমাজবাস্তবতা, দেশপ্রেম, মানবতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্যকে তিনি কেবল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; বরং মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার একটি কার্যকর উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

এম এ রশিদের সাহিত্যজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর বহুমুখিতা। অনেক সাহিত্যিক একটি নির্দিষ্ট ধারায় খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি একই সঙ্গে কবি, গীতিকার ও উপন্যাসিক হিসেবে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছেন। তাঁর রচনায় ভাষার সৌন্দর্য, আবেগের গভীরতা এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বয় দেখা যায়। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে সাহিত্যপ্রেমী সবার কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

কবি হিসেবে এম এ রশিদ মানুষের হৃদয়ের কথা সহজ অথচ শিল্পসম্মত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির রূপমাধুর্য যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন ও সংগ্রামের কথাও উঠে এসেছে।

তিনি মানবজীবনের নানা অনুভূতিকে গভীর আবেগ ও কাব্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় সমাজ ও সময়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়, যা পাঠককে বাস্তব জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জুন ২০২৪ এ প্রকাশিত তাঁর অন্যতম কবিতা সংগ্রহ " ভালোবাসার উদ্দীপনা " যেটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। শেষ বিচারে মানুষ যে একান্তই একা, এই দার্শনিক সত্য তাঁর কাব্যে উৎসারিত........

একাকী জীবনের চাকা ঘুরতে চায় না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা/ শেয়ারিং কিছু নাই, একলা চলে নিজের সাথে একলাই কথা বলা।

স্থায়িত্বহীন জীবন যেন কষ্টের বোঝা, মায়াহীন মরীচিকা / চারিদিক শুধু হাহাকার, বন্ধনহীন বন্ধনের ঘর যেন ফাঁকা।
(একাকী জীবন)

গীতিকার হিসেবে এম এ রশিদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। তাঁর গানে প্রেম, মানবতা, দেশপ্রেম, আশা, বিশ্বাস, মরমী ভাব এবং জীবনের নানা রঙের প্রকাশ পাওয়া যায়। তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হলেও তার মধ্যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য বিদ্যমান। তাঁর রচিত গানের কথায় কাব্যিকতা ও সুরের উপযোগিতা একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফলে তাঁর গান শুধু শ্রুতিমধুর নয়, ভাবগত দিক থেকেও সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়......

পুরুষের জীবনে নারী স্বর্গীয় গোলাপ / ভালোবাসার বন্ধনে খাঁটি যদি না ছড়ায় উত্তাপ।

নিরানন্দ ছিল পুরুষ ছিল নির্বাসিত / প্রেম, স্নেহ মমতা নিয়ে নারী হলো আবির্ভূত / মধুময় করলো তার জীবন, বুলিয়ে কোমল হাত।

উপন্যাসিক হিসেবে এম এ রশিদ সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক বৈষম্য, নৈতিক সংকট এবং মানবিক মূল্যবোধের নানা দিক ফুটে ওঠে। তিনি চরিত্র নির্মাণে দক্ষ এবং মানুষের মনোজগতের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো বাস্তব জীবনের মানুষের মতোই প্রাণবন্ত, ফলে পাঠক সহজেই তাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। "যন্ত্রণা বহ্নিমান" তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এই উপন্যাসে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। এম এ রশিদের সাহিত্যকর্মে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি মানুষের মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সত্য ও সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনসংগ্রামও তাঁর সাহিত্যকর্মে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর সাহিত্য কেবল নান্দনিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সামাজিক দায়িত্ববোধেরও পরিচায়ক।

দেশপ্রেম তাঁর সাহিত্যচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশ, মাটি, মানুষ এবং সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁর কবিতা, গান ও উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি জাতির ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ধারণ করে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও মানবিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ভাষা ও শৈলীর দিক থেকেও এম এ রশিদ স্বতন্ত্র। তিনি সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা পাঠকের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁর লেখায় কৃত্রিমতার পরিবর্তে স্বাভাবিকতা এবং আন্তরিকতার প্রকাশ দেখা যায়। একই সঙ্গে সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও বক্তব্যের শক্তি বজায় রেখে তিনি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে এম এ রশিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যকর্ম সমাজসচেতনতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং নান্দনিক রুচির বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও করছেন।

পরিশেষে বলা যায়, কবি, গীতিকার ও উপন্যাসিক এম এ রশিদ বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যস্রষ্টা। তাঁর কবিতা মানুষের হৃদয়ের ভাষা, তাঁর গান আবেগ ও অনুভূতির সুর, আর তাঁর উপন্যাস সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কবিতা ও গানে তিনি জীবনমুখী হলেও মরমি ধারার দিকেই তাঁর যাত্রা।

লায়ন এম এ রশিদ: মানবিকতার অনন্য উদাহরণ

বিপ্লব সাইফুল

"জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো।" উপরোক্ত কথাগুলি সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আমরা কী সবাই প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারি? আমাদের কর্ম কী আমাদের সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে?

সংক্ষেপে বলতে গেলে এর উত্তর হচ্ছে, অতীব দুঃখজনক হলেও পৃথিবীতে অল্প সংখ্যক মানুষই সেই অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এই মানুষের ভেতর থেকে কিছু মানুষ যা হাতে গোনা তাঁরা মানুষ থেকে নিজেই হয়ে উঠেন একটি প্রতিষ্ঠান তাঁর কর্ম, সৃষ্টি এবং তাঁর মানবিক মূল্যবোধের ম্যাধমে।

এখানে আমি তেমনই একজন মানুষের কথা বলতে যাচ্ছি যাঁকে ব্যাখা করা কিংবা সঠিক মূল্যায়ন করা অথবা তাঁকে নিয়ে যথাযথ আলোচনাটা যদিও আমার মতো অতি ক্ষুদ্রজ্ঞানে সম্ভব নয়। তবুও এই প্রয়াস। যাই হোক, এবার মূল আলোচনায় আসি। এখানে যাঁকে নিয়ে দুই-চার কথা বলতে চলেছি, তিঁনি লায়ন এম. এ রশিদ সাহেব।

যাঁর জন্ম এবং কর্ম দুটোই আলোকময়। যিনি মহৎপ্রাণ, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ এবং একজন কবি ও লেখক। তাঁর কর্ম এবং সৃষ্টি তাঁকে মানুষ থেকে মানুষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাঁর কর্ম এবং সৃষ্টি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে বহুকাল এক আলোক বর্তিকা হিসেবে। এখানে আমি লায়ন এম. এ রশিদ সাহেবর স্তুতি গাইছি না। যা সত্যি তাই বলার চেষ্টা করছি। তিঁনি তাঁর আসপাড়া প্রতিষ্ঠান দ্বারা লক্ষ মানুষের উপকারে আসছেন। এছাড়াও তিঁনি দয়ালু এবং উদারও অবশ্যই। প্রতিনিয়ত তিঁনি অসহায় মানুষের পাশে অর্থ এবং বিভিন্ন ভাবে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর তাঁর ম্যাধ্যমেই তিঁনি হয়ে উঠেছেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাঁর উদারতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তার আগে বলি, পৃথিবীতে লক্ষ কোটি ধনী আছেন কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন প্রকৃত অর্থে বড়লোক? পরোপকারী? বিগত কয়েক বছর আগে আমি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে যাই। কিন্তু চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ আমার ছিলো না। তখন মুক্তাগাছা সাহিত্য সংসদের মাধ্যমে আমার অসুস্থতার কথা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। যখন তিঁনি আমাকে চিনতেনও না। আমার সেই দুঃসময়ে তিঁনি অকপটে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। যা আমার চিকিৎসায় বড় একটা ভূমিকা পালন করে। তবে কী সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই লায়ন এম. এ রশিদ সাহেবকে নিয়ে এতোসব বলছি? বিষয়টা মোটেও এমন নয়। অবশ্যই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মূলত এটা একটা উদাহরণ মাত্র। যাতে তাঁকে জানতে কিছুটা সুবিধা হয়। আমি অসুস্থতা থেকে সেরে উঠলে তাঁর প্রতি আমার একধরণের কৌতূহল তৈরী হয় এবং আমি তাঁকে জানার চেষ্টা করি। তাঁকে জানতে গিয়ে আমি অবাক হই, বিস্মিত হই! কেনোনা তাঁর বিশালতা সমুদ্রের মতোই বিশাল এবং গভীর!

কিন্তু বাস্তব জীবনে তিঁনি শিশুর মতোই সরল। যে সরলতা তাঁকে আরো মহান করে তুলেছে। তাঁর সাথে গত রমজানে মাত্র একবারই আমার কথা বলার সৌভাগ্য হয়। সেই অল্প সময়ের ভেতর আমি আরো আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে এতো বড় একজন মানুষ কিকরে এতোটা বিনয়ী হন! এতোটা অহংকারহীন হন!

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে মাত্র একবার সামান্য সময়ে একজন মানুষকে দেখে, কথা বলে তাঁর সম্পর্কে এতোটা আলোকপাত করা কী করে সম্ভব?

আসলে মানুষ তার সৎকর্মের মধ্যে দিয়ে এমনিতেই বিকশিত হন, ছড়িয়ে পরে পৃথিবীরময়।

লায়ন এম. এ রশিদ সাহেবের সাহিত্য গুণের কথা না বললেই নয়। তাঁর লেখা খুবই সহজ, সাবলীল যা অতি সহজেই পাঠক হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। তাঁর কবিতার পাশাপাশি গদ্যও সহজপাঠ্য কিন্তু গভীর এবং অর্থবহ।

লায়ন এম. এ রশিদ সাহেবর জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ফুলের শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর আগামী জীবনের মঙ্গলময় প্রত্যাশা জ্ঞাপন করি।

লায়ন এম এ রশিদ ও তাঁর কর্মময় জীবন

সফিউল্লাহ আনসারী

লায়ন এম. এ. রশিদ (আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ) ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান, বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, সংগঠক, উদ্যোক্তা ও লেখক। তিনি 'আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' (অঝচঅউঅ)-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রধান হিসেবে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনে প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে দেশের হাজার হাজার কৃষককে আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। ময়মনসিংহের দিঘারকান্দায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত আসপাডা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে, যা কৃষিখাতের উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে। সামাজিক সংগঠক ও নেতৃত্বের ভূমিকায় লায়ন (খরড়হ) উপাধিতে ভূষিত এই ব্যক্তিত্ব লায়ন্স ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন মানবিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সবসময় সক্রিয়।

লেখক হিসেবে তিনি সাহিত্যাঙ্গনে তার পদচারণার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। সমাজসেবার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ও দর্শনের চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর লেখা জনপ্রিয় বইয়ের মধ্যে- 'আমার জীবন আমার ভাবনা', 'পরিশ্রম, সততা ও নীতিবোধের যোগফল', 'ন্যায্যতাই উজ্জ্বলতা', 'যন্ত্রণার আগুন বহ্নিমান', 'বিরামহীন উশৃংখল যন্ত্রণা', 'জীবন চলার পথে', 'ভালোবাসায় উদ্দীপনা', 'কে বাঁধিয়া দিল এমন চিত্ত','যন্ত্রণা বহ্নিমান', 'Selected Poems' অন্যতম। 'আমার জীবন আমার ভাবনা' আত্মজীবনীমূলক বইটিতে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও দর্শন ফুটে উঠেছে। সমাজ উন্নয়নে ফাউন্ডেশন 'আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে তিনি কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে তার ভূমিকা অনেক শিক্ষার্থীর জীবনকে সফলতার পথ দেখাচ্ছেন। তিনি একজন কৃষি উদ্দোক্তা হিসেবে শুরু করলেও বর্তমানে সমাজের সকল পর্যায়ে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখে কাজ করে যাচ্ছেন।

মানব সেবার মহৎ উদ্যোগ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বৃদ্ধাশ্রম ও পুণর্বাসন কেন্দ্র যেখানে অসহায় অসুস্থ ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয় আবাস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

লায়ন আলহাজ্ব এম এ রশিদ তার পেশাগত দায়িত্ব পালন ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন আয়োজনে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, আমেরিকা, সৌদি আরব, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি প্রায় বিশের অধিক বইয়ের লেখক। তার লেখার বিষয়, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমাজের চিত্র ও জীবন দর্শন ফুটিয়ে তোলা। প্রেম-বিরহ, দেশ প্রেম, মানবিকতা, প্রকৃতির রূপ তার লেখাকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি একজন শিক্ষানুরাগী মানুষ হিসেবে তাদের পারিবারিক সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল গণি মাস্টার স্কুল এন্ড কলেজ এর সভাপতি এবং দানবীর হিসেবে বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রার্থনালয়সহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনে দান, অনুদান দিয়ে আসছেন। তার পরিকল্পনা আগামীতে ভালুকায় আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। দেশ ও মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য তার নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা অমর হয়ে থাকবে।

লায়ন এম এ রশিদ ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল জামিরদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা- মতিয়ার রহমান ও মাতা- আমেনা খাতুন। ব্যক্তি জীবনে তিনি চার ছেলে সন্তানের জনক।

সমাজ সেবার পাশাপাশি তার ভালুকায় শিল্প কারখানা স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কবি হিসেবে সামাজিক বিকাশের কল্যাণে তার সাহিত্য প্রতিভার যথাযথ ব্যাবহারে মানুষের জীবনমান ও সমাজের উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা রাখতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ভালুকা সাহিত্য সংসদ ও ভালুকা থেকে প্রকাশিত আমারবাংলা সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা লায়ন এম এ রশিদ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য ভুমিকা রেখে চলেছেন। এলাকার মানুষকে দান-অনুদান প্রদানে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির পাশাপাশি লায়ন এম এ রশিদ এর উদারতা, মহানুভবতা, নিঃস্বার্থ সমাজসেবা, শিক্ষা- সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত।

আলহাজ্ব লায়ন এম এ রশিদ: সাহিত্য ঘনিষ্ঠতা ও শীর্ষবিন্দু

সেলিম সাইফুল

আয়মন তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির চারণ ভূমি আমাদের এই মুক্তাগাছা।

আমার সম্পাদিত শীর্ষবিন্দু ছোট কাগজ ২০০৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর দু-তিনটা সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। শীর্ষবিন্দু প্রথম সংখ্যাটি গল্পকার শাখাওয়াত বকুল এর একান্ত সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। শীর্ষবিন্দু'র সকল ক্ষেত্রেই গ্রাফিকস ডিজাইনার রঞ্জন কুমার দে ও কবি সুরঞ্জিত বাড়ই ও গ্রাফিটির কর্ণধার কবি শামীম আশরাফ এদের সহযোগিতা ছিলো সবসময়।

আসলে জীবন গড়িয়ে চলে, গন্তব্যহীন এক গন্তব্যের দিকে। হাতগুলো সব হাতে হাতে ধরে থাকার কথা ছিল। অনেকখানি আলো আসবার কথা ছিল। কিন্তু সবই হারিয়ে গেল আদিমতম অন্ধকারে। মনভাঙা মানুষের মধ্যে জনৈক নামহীন হয়ে একসময় মিশে গেল এক কালের স্বপ্ন শিকারিরা। মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে যে মানুষ, সে তো আসলে মৃতই। অতীত থেকে কতটুকু দূরত্ব সে মেলে ধরে তার প্রজ্ঞা বিষয়ক প্রগমনে? এ সকল প্রশ্ন আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে নাড়া দেয় পঠন-পাঠনে।

সমীকরণের সীমানা ভেঙে ছড়িয়ে যায় বহু-বহুদূর। পিছনে ফেরার পথ মুছতে গিয়ে দেখি স্বপ্নের লাশ পড়ে আছে পথের বাঁকে বাঁকে। রিখটার স্কেলে ধরা না পড়লেও মাটিতে কান পাতলে নাকি আসন্ন ভূ-কম্পনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। বিভ্রান্তিকর কুয়াশা যখন মানুষকে দিককানা করে তোলে, তখন কেউ না কেউ আলোর দিশারি হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ ৪-৫ বছর বিরতির পর শীর্ষবিন্দু আবারও আলোর মুখ দেখতে শুরু করে। পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি দেন, সাহস জোগান- কবি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সাহেব, প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আসপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। ওনি একজন বাস্তববাদী জীবনধর্মী লেখক। শিল্প সাহিত্য -সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ। চরম দুরবস্থায় লালিত মানুষকে তিনি শক্তি দেন, যখন ঘুমিয়ে পড়বে সবাই, কবি থাকবে জাগ্রত। সব যখন ফুরিয়ে যাবে শরতের শিউলি ফুল আনন্দ বিলিয়ে দিবে জনে জনে, কবি লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ হতে চান এমনই এক হকার, যিনি ফেরি করবেন জীবনঘনিষ্ঠ অভিনিবেশ, অস্থির অভিঘাত, আয়েশি আবেগ, সাধের স্বচ্ছতা, নীরব নৈরাজ্য, দলিত দূর্গতি, পালিত প্রজ্ঞা, আততায়ীর আওয়াজ, অদৃশ্য অন্ধকার। ভেতরের গহীন অন্ধকারে হাতড়েও আজ নিজেকে খুঁজে পায় না তারা, চারদিকে বিষাদের অ্যাসিড গন্ধ, দম বন্ধ করে আনে। ভেঙে পড়ে আমাদের মন-চলাচলের সেতুগুলো একটা একটা করে। বিচ্ছিন্ন মন একা এক পুরুষ জেগে থাকে লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এর কবিতায়,

কবি বলেন -

"জীবন ধারণকারী সকল মানুষই
মৃত্যুর জন্য করেছে জন্মগ্রহণ,
যা ঘটবে, এসো তাকে বরণ করি
হীনস্বার্থে অন্যের কিছু না করি হরণ।"

মানুষ সাধারণত তার জন্মের চাইতে মৃত্যুকে নিয়ে বেশি ভাবে। কিন্তু কাজ করে যায় চিরজন্মের, চিরপ্রীতির, চির সংস্রবের। অতিসংবেদি মানুষের মাঝে এই প্রবনতা এত বেশি পরাক্রম নিয়ে কাজ যে, সে কখনোবা বুঝতেও পারে না যে, মৃত্যুময় সাঁকোটির কলকবজাগুলো কখন গুড়িয়ে দিতে চায়। তার সামনে অতীতের ইতিহাস, পুরাণকথা, অভিজ্ঞতাগুলো, নানা উপমা-উদাহরণ, ভিন্ন প্রজাতির প্রতি-সংহতি, অস্তিত্ব, মায়াবোধ, কালাতিক্রম এবং একটি অক্ষর স্মারকের সংগ্রামমুখর প্রতিচ্ছবি নির্মাণের আখ্যানগুলো নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

কবি লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এর কবিতায় প্রবাহমান স্রোতের ধীর সঞ্চারমানতা লক্ষণীয়। বলার কায়দাটি একেবারেই সাদামাটা, কিন্তু কুশলতার ছাপ জ্বলজ্বল করে।

সাদামাটা বিনয়ী চরিত্রের এই গুণী মানুষটির সাথে আমি পরিচিত হই কবি সরকার নজরুল এর মাধ্যমে, পুনরায় শীর্ষবিন্দু নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই পরে। আমি যখন সিদ্ধান্ত নেই আমার ছোট কাগজ এর পক্ষে একটা সাহিত্য ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠান করার।

গতানুগতিক ধারার বিরুদ্ধে গিয়ে সত্যিকারের সাহিত্য সম্মেলন করাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ। পদক বিতরণের ও সম্মেলন ঘিরে ধান্ধাবাজদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ করার কৌশল হিসেবে।

শীর্ষবিন্দু প্রতিবাদ আর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহস আর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসেন কবি লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সাহেব। ২০১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর সাহিত্য আলোচনা ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠিত হয়। ওনি আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্মাননায় বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি-কথাসাহিত্যিকদেরকে আমরা সম্মানিত করি। ২০২৪- শীর্ষবিন্দু গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠানে বাংলাদের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ফিলিপ সাহিত্য পুরস্কার ও বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক নাসরীন জাহান ও বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক গল্পকার পারভেজ হোসেন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি আশরাফ আহমদ ও সত্তর দশকের কবিতার এক উজ্জ্বল বাতিঘর নিসর্গ নিমগ্ন কবি আশরাফ মীর কে সম্মানিত করা হয়।

আমাদের প্রতিটি সাহিত্য ঘনিষ্ঠ অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগন আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন, উল্লেখ্য- সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি মাহমুদ কামাল, প্রয়াত অধ্যক্ষ নাসিরাবাদ কলেজ জনাব সিরাজুল ইসলাম স্যার, অধ্যাপক আলী ইদ্রিস, অত্যন্ত জনপ্রিয় আলোচক ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যাপক কবি, প্রাবন্ধিক আল মাকসুদ স্যার, আনন্দ মোহন সরকারি কলেজের অধ্যাপক বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শামীম সিদ্দিকী, কবি ফরিদ আহমদ দুলাল, বিশিষ্ট চলচিত্র নির্মাতা কবি, লেখক মীর্জা সাখাওয়াত হোসেন, কবি অধ্যাপক কাজী নাসির মামুন, গল্পকার অনুবাদক শাখাওয়াত বকুল, কবি, সাহিত্য সমালোচক সাঈদ ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক সাহিত্য সমালোচক জনপদ চৌধুরী, সাংবাদিক সাইফুজ্জামান দুদু ভাই, কবি প্রাবন্ধিক জাকারিয়া জাহাঙ্গীর, কবি, গল্পকার রাশেদ রেহমান, কবি অরূপ কিষাণ সহ অনেকেই। আমরা চাই আমাদের কাগজটি মানদণ্ডের জায়গায় উত্তীর্ণ হোক এবং তা আমরা ধরে রাখতে পারি। ২০১৯ থেকে শুরু করে শীর্ষবিন্দুর প্রতিটি কার্যক্রমে কবি লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সাহেব অধ্যবধি পর্যন্ত আমাদের সাথে আছেন। আমরা তার কর্মমুখর জীবন সাফল্য কামনা করি।

কবি, সমাজসেবী লায়ন আব্দুর রশিদ সাহেবের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন
শাখাওয়াত বকুল, সুরঞ্জিত বাড়ই ও সেলিম সাইফুল

শাখাওয়াত বকুলঃ আপনাকে আন্তরিক মোবারকবাদ । আজ আমরা আপনার ব্যস্ততম সময়ে আপনার মুখোমুখি হয়েছি। আপনার শৈশব এবং বেড়ে উঠার কোন অভিজ্ঞতাগুলো আজকের লায়ন আব্দুর রশিদকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে।

লায়ন এম এ রশিদ : ধন্যবাদ কথা সাহিত্যিক শাখাওয়াত বকুল মহোদয় এবং কবি সুরঞ্জিত বাড়ই, শীর্ষবিন্দু সম্পাদক সেলিম সাইফুল কে। আজকে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনাদের প্রকাশনায় আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। আমি নিজেকে কখনোই বড় বলে মনে করি না। আমার জন্ম ভালুকা উপজেলার জামির দিয়া, মাষ্টারবাড়ি তে। ওখানে আমার দাদা আব্দুল করিম মাষ্টার। যার নামে মাস্টারবাড়ি বাসস্ট্যান্ড। দাদা এবং বাবার কারণে প্রভাবিত হয়েছি। দাদা একজন সত্যবাদী লোক ছিলেন। উনি কখনোই কোন ধরনের মিথ্যা বলতেন না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতো আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে কখনো মিথ্যা বলিনি। এই মস্তিস্ক আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছেন। আমি কখনো মিথ্যা বলবো না। এইযে তার শক্তি এটা সে প্রকাশ করে গিয়েছেন। আমিও চেষ্টা করি অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, কিভাবে অন্যকে সহযোগিতা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই চেষ্টা আমার দাদাও করেছেন, আমার বাবাও করেছেন, এখন আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার দাদাও তিনজনকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন নিজের টাকা দিয়ে। একজনের মা ভিক্ষা করতো অন্য দুই জনের মা-বাবা ছিলো না। একজন সেনাবাহিনীর মেজর হয়েছেন, আরেক জন সেনা কল্যাণ অফিসার অন্য জন্য ময়মনসিংহ টেকনিক্যাল কলেজের প্রফেসর। ওখান থেকেই আমার শিক্ষা ও উদ্যোগগুলো চলে এসেছে।

সুরঞ্জিত বাড়ইঃ কৃষির প্রতি আপনার ভালোবাসার শুরু কোথা থেকে? কৃষিকে আপনি শুধু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে দেখেন, নাকি এটি আপনার কাছে একটি জীবনদর্শন?

লায়ন এম এ রশিদ : আমি যখন বাবার কাছে বললাম যে আমাকে তুমি ৪ একর জমি দাও। আমি কৃষি কাজ করতে চাই। তখন বাবা বলল যে আমি তো কৃষি কাজ করছি, তুমি পড়ালেখা করেছো, তুমি চাকরি করো। তুমি চাকরি ছেড়ে কেন চলে আসলে? এরপর বাবাকে বোঝাই যে আমি কিভাবে অল্প জায়গায় বেশি ফসল ফলানো যায় সেই চেষ্টা করতে চাই। আমাকে দেখে যেন অন্যরাও কৃষি কাজে উৎসাহিত হন। বুঝানোর পর তিনি জমি দিলেন। এরপর আমি কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের কাছে গেলে তিনি পরামর্শ দিলেন যে মাটি পরীক্ষা করুন। মাটিতে যে ঘাটতি আছে তা পূরণ করে কলা ও পেঁপে চাষ করুন। তিনি আমাকে প্রায় ২-৩ ঘন্টা সময় দেন। তিনি বুঝালেন কিভাবে কি করবেন চাষ করতে পারবেন, কিভাবে সমস্যা সমাধান করবেন, কিভাবে ওভারকাম হবেন। এর পর আমি মাটি সংগ্রহ করে জয়দেবপুর দিলাম।

তারা মাটি পরীক্ষা করে আমাকে জানান যে, পার হেক্টরে ২০০মন গোবর, ১৬ মন চুন, ৯ কেজি জিংক আর ২০ বস্তা জিপসাম লাগবে। আমি পুরো প্রক্রিয়া অনুসরন করে প্রয়োগ করি। আমাকে তৎকালীন জয়েন সেক্রেটারি মহিউদ্দিন

আহমেদ কলা ও ১৬ কেজি পেঁপের বীজ সংগ্রহ করে দেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে। আমি ৪ একর জমির মধ্যে ১ একর জায়গায় পেঁপে আর ৩ একর জায়গায় কলা চাষ করি। ১৯৮৭-৮৮ সালে পেঁপে বিক্রি করে আমি ৫ লক্ষ আর কলা বিক্রি করে ৩ লক্ষ টাকা আয় করি। ওই সময় ৯২ হাজার টাকা খরচ করে ৮ লক্ষ টাকা আয় এটা বিরাট পরিমাণ টাকা। কৃষিতে কাজ করে, এর পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে ডেকে চাকরি দেয়। আপনি যেভাবে কাজ করেন সেটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাবেন। আমি দীর্ঘদিন সেখানে তা শিখাই। তাই কৃষি আমার কাছে শুধু অর্থ উপার্জন নং বরং ভালোবাসার জায়গা।

সুরঞ্জিত বাড়ইঃ খামার গড়ে তোলার পেছনে আপনার মূল স্বপ্ন কি ছিলো? সেই স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মনে করেন।

লায়ন এম এ রশিদ : আমি যদি ভালো করতে পারি তাহলে আমাকে দেখে অন্যরা এগিয়ে আসবে এই ছিলো পরিকল্পনা। অনুপ্রেরণা মূলক। আমি তো কৃষিতে থাকতে চেয়েছি কিন্তু যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে চাকরিতে নিয়োগ দেয় এর পর আমি আর কৃষিতে থাকতে পারিনি। একটা কথা বলি অনুপস্থিত কৃষকের কৃষিতে লাভ হবে না। কৃষক প্রতিদিন যদি আইল (ক্ষেতের সীমানা) দিয়ে হাটে তাহলে তার ফসল ২৫% বেশি উৎপাদন হবে। এজন্যই কৃষিতে প্রতিনিয়ত লেগে থাকতে হবে। ভালুকা উপজেলায় আমার পূর্বে কেউ কলা ও পেঁপে চাষ করেনি। আমার কাছ থেকে বীজ নিয়ে প্রায় ৪০০ একরের জমি চাষ শুরু হয় ৪০০ কৃষকের মাধ্যমে। এখানে আবার পুঁজি না থাকায় অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। আমি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ মঞ্জুর করিয়ে আনি ভালুকায় কলা ও পেঁপে চাষের জন্য। ৪০০ জন কৃষক অল্প সুদে ঋণ পেয়ে ভালো ভাবে কৃষিতে উন্নতি করে। আমার উদ্যোগটা কাজে লাগে ১০০%।

সেলিম সাইফুলঃ আমার মনে হচ্ছে যে, এটা আপনি নিজে করে অন্যকে অনুপ্রেরণার একটা জায়গা তৈরী করে দেওয়ার মত বিষয়। কৃষকরা যেন কৃষিতে অনুপ্রেরণা পেয়ে কাজ করে।

লায়ন এম এ রশিদ : আমার দেশের মাটি খুব ভালো। এখানে যা দেওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। সঠিক ভাবে যদি পরিচর্যা করা হয় এবং কৃষক যদি লেগে থাকে। যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হয় তবে সে সফল হবেই। আমি তো এবছর ধানের বীজ তৈরি করলাম যে ১টি প্রজেক্টে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা আরেকটা থেকে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়েছে শুধুমাত্র ধানে। আমি জনগণকে দেখাচ্ছি যে, এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ সবজি চাষ হয় তাতে বছরে আট থেকে দশ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। সবজি চাষের উপর কাজ করছি অনেক দিন ধরে। আমি প্রায় ৩০০ কৃষককে নিয়ে কাজ করছি। প্রতিজন কে ৫টি করে গরু কিনে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গরু থেকে যে গোবর পাওয়া যায় তা যদি কৃষকের মাঠে প্রয়োগ করা যায় তাকে আর অন্য সার প্রয়োগ করতে হবে না।

সেলিম সাইফুলঃ আপনি দীর্ঘদিন ধরে তরুণদের সঙ্গে কাজ করছেন। বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কী বলে মনে করেন?

লায়ন এম এ রশিদ : বাংলাদেশের যে তরুণ সমাজ আছে তাদের প্রত্যেককে যদি কাজে লাগানো যেতো তাহলে এই দেশটা উন্নতদেশে পরিণত করতে ৫-১০ বছরের বেশি লাগাতো না। সরকারের তরফ থেকে বা আমরা যারা চেষ্টা করতেছি, আমরা কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে যুবকদের কে নিয়ে আসতে চেয়েছি। পুরোনো দিনের যে লোকজন তারা কিন্তু পুরোনো চাষ পদ্ধতি ধরে রেখেছে। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে না। এই নতুন প্রজন্মকে যদি কৃষি বা যে কোন পেশায় তাকে তার দক্ষতা উন্নয়ন করা যায় তাহলে কিন্তু সে ভালো কাজ করে। বর্তমানে আসপাড়ায় প্রায় ১১০০ তরুণ কাজ করছে। সবাই তো নতুন এবং তরুণ। এদের যে কর্ম স্পৃহা এবং শরীরের যে শক্তি ও আগ্রহ আছে, তা দিয়ে সেবামূলক কাজ করছি। আসপাড়া তো একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এখানে কিন্তু অনেক ছেলে মেয়ে কাজ করতে আসে। এখানে সুদের কোন কাজ নেই। তরুণরা মানুষের সেবা দিতে আসে। অন্যের উন্নতি করলে নিজেরও উন্নতি হয়।

আমার অফিসের প্রতিটি দরজায় লেখা আছে
অন্যের জন্য কাজ করতে থাকুন সারা বেলা
আপনার সমস্যা থাকবে না, দেখবে উপরওয়ালা।

শাখাওয়াত বকুলঃ আপনার চারপাশে নানা ধরনের মানুষ আসেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ধরে রাখার শক্তি আপনি কোথা থেকে পান?

লায়ন এম এ রশিদ : আমি তো নিজে সব সময় সরল থাকি। সবাইকে বিশ্বাস করি। আমি কাউকে অবিশ্বাস করি না। কেউ যদি কোন সময় আমাকে বকা দেয় আমি কখনো ফিরতি বকা দেই নাই বা রাগ করি না। আমাকে কথা দিয়ে ঘায়েল করেছে তারপরে সামনাসামনি তাকে কথা দিয়ে কষ্ট দেই না। এটা আমার স্বভাব এবং এটা আমার পারিবারিক শিক্ষা। সামনাসামনি কোন কটু কথা বলে কোন শত্রু তৈরী করি না। কি জন্য সে আমাকে ঘায়েল করেছে এটা বলা যাবে না। হয়তো সৃষ্টিকর্তা আমার জন্য এর চেয়ে সুন্দর পথ তৈরী করেছে।

শাখাওয়াত বকুলঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আপনার অনুরাগের সূত্রপাত কীভাবে?

লায়ন এম এ রশিদ : আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি কে ধরে রাখার জন্য আমি বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন তৈরী করি। যদি শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধরে না রাখি মানুষের আত্মিক বিকাশ তবে হবে না। আমি তো আসলে উন্নয়ন কর্মী। আমারতো অন্য ধারণা নেই। মানুষকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এই প্রচেষ্টা। এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে সেটা হলো যারা সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা এদের একত্র করা। নিজেও কিছু চেষ্টা করছি। মানুষ সরল পথে চলার জন্য কি দরকার আর কি হওয়া উচিত এটা প্রকাশের জন্য কবিতা লিখতে শুরু করি।

আমি যা ভাবি সেটা লিখিত ভাবে রেখে যাওয়া উচিত। কয়েটি গান লেখার পরে তালের সাথে মিলে গেল কি না সেটা আমার বন্ধু সাইদুর রহমান হাওলাদার এর কাছে গিয়ে আলোচনা করি। এর পর আরো কয়েটি গান রচনা করি। যেমন-

" পুরুষের জীবনে নারী স্বর্গীয় গোলাপ
ভালোবাসার বন্দরে খাঁটি, যদি না ছড়ায় উত্তাপ
নারী হলো প্রেমের দেবী, এই পৃথিবী স্বর্গ
চরিত্রহীন নারী হয় বিষমাখা এক খরগ "

" পুন্যবতী নারী যদি কাউকে ভালোবাসে
পৃথিবী হয় মধুময়, স্রষ্টা থাকে স্বয়ং পাশে "

এইযে বিভিন্ন ভাবে গান দিয়ে যাতে মানুষ এটাকে নিজের মনকে উপলব্ধি করতে পারে। গান এবং কবিতা এমনিতেই চলে আসে। কিভাবে আসে আমি জানি না। হঠাৎ যখন মাথায় আসে তখন লেখতে বসলেই লেখা হয়ে যায়।

সেলিম সাইফুলঃ কোন লেখক বা সাহিত্যকর্ম আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে।

লায়ন এম এ রশিদ : আমি রবীন্দ্রনাথকে বেশি ধারণ করি। আর বাকিটা হলো কবিতা লিখি মানুষকে বার্তা দেওয়ার জন্য। আমার প্রেমের কবিতা বেশি একটা নেই। জীবনে চলার পথে যে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রয়োজন তাই নিয়ে কবিতা লিখি।

স্বার্থে মগ্ন হয়ে আত্মার কষ্ট নিয়ে, এ জগতে চাইনা বাঁচতে। এ বিশ্ব তরঙ্গ লীলায় সত্যেরে করিয়া ধ্রুব চলিব নাচতে নাচতে।"

আমি যদি সৎ পথে থাকি, সরল পথে থাকি। দুনিয়াতে কোন সমস্যা নাই তো। আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। যা কষ্ট পাই তা আমাদের ভুলের জন্য।

শাখাওয়াত বকুলঃ আপনার কবিতায় ব্যক্তিগত জীবন বোধ সরলতায় ফুটে উঠে। একজন কবি হিসেবে যা বলতে চান তা কি অন্য ভাবে বলা সম্ভব নয়?

লায়ন এম এ রশিদ : কবিতার ভাষা তো বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন ভাবেই বলা যায়। একটা কবিতাকে বিভিন্ন আকারে রূপ দেওয়া যায়। এটাকে গানে রূপ দেওয়া যায়। বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর করা যায়। এখানেতো যার যার আবেগ যেভাবে যে ফুটিয়ে তুলতে চায়। আমার কবিতা অবলম্বন করে অনেকেই গানে রূপান্তর করেছে। এমনও হয়েছে কবিতার শব্দগুলোকে অন্য ভাবে গানে রূপ দিয়েছে অথচ মূল চিন্তা একটাই। মানুষের কাছে একই শব্দ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে যেমন ভিন্ন ভাবে তৈরি করেছেন ঠিক তেমনি একেক জন মানুষের চিন্তা।

শাখাওয়াত বকুলঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

লায়ন এম এ রশিদ : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তাহলে মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি হবে। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শিবরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ওখানে পড়ালেখা হলো প্রথমে থেকে শিক্ষার্থীকে শেষ পর্যন্ত তার ক্ষমতা বের করে আনা হয়। তাকে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেষ করা হয়। তাকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়। তার শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর্মি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাকে সাংস্কৃতিক, নাচ, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক এমন কোন বিভাগ নেই যেটা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ক্লাস থ্রি এর ছাত্ররা ইংরেজি, আরবীতে কথা বলতে পারে এবং ওখান থেকে ১০০০ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিলে সবাই টেলেন্টপুলে বৃত্তি পায়। কেউ বাদ যায় না। এই মডেল বিদেশে সমাদৃত হয় কিন্তু দেশে এই মডেল কোন স্থান পায় না। এই শিক্ষা মডেল চালু হলে আনন্দের সাথে শেখা। শিশুরা পড়াশোনা করবে আনন্দের সাথে শিখবে। শিশুরা কোন পড়া মুখস্থ করবে না। মুখস্থ পড়াশোনা শিক্ষা গ্রহণে বাধা তৈরি করে। প্রতিটি শিশুর আলাদা আলাদা মেধা আছে। কোন শিশু কোন বিষয়ে আগ্রহী তাকে সেই বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হবে। আমি নিজে তিনটি মাদ্রাসা পরিচালনা করি। আরবি ভাষাটা শিশুদেরকে অর্থ সহ বোঝানো হয়। এর জন্য প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার পরিচালিত আরো স্কুল, কলেজে একই শিক্ষা মডেল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই ধরণের শিক্ষা মডেল আরো বেশি পরিচালনা করতে পারলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে।

শাখাওয়াত বকুলঃ অন্য একটা জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্ন, প্রেমকে আপনি কিভাবে দেখেন?

লায়ন এম এ রশিদ : প্রেম হলো ঐশ্বরিক। আপনি চাইলেই কাউকে ভালোবাসতে পারবেন না যদি সৃষ্টির কর্তার তরফ থেকে না আসে। হঠাৎ করে দেখবেন যে এক কথায়, দু কথায় তার সাথে প্রেম হয়ে গেছে-ভালোবাসা হয়ে গেছে।

সুরঞ্জিত বাড়ইঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন প্রেম আসে- প্রেম হয় না।

লায়ন এম এ রশিদ : প্রেম আসে- প্রেম হয় না। এটা আল্লাহর থেকে ভালোবাসার একটা অংশ মানুষের মধ্যে দিয়েছে। একশ ভাগের এক ভাগ মানুষকে দিয়েছে। মা-বাবা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে তা একটি বিন্দুর সমান। আল্লাহ নিরানব্বই ভাগ তার কাছে রেখে দিয়েছেন। এই সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসাটাকে আপনি অন্তরে ধারণ করেন তাহলে আপনার দ্বারা ভালোবাসাটা অনেক গভীরতা পাবে। আপনার দুইটা ভাবই চলে আসবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভালোবাসাটাকে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিয়ে গিয়েছেন। লাইলি মজনুর প্রেমটা দেখেন। মজনু যখন লাইলিকে খুঁজে পেলেন তখন মজনু কিন্তু লাইলিকে সামনে রেখেও দেখতে পেলো না। লাইলির মাঝে মজনু সৃষ্টিকর্তার রূপকে দেখতে পাচ্ছে। তার ভালোবাসাটাকে এই জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে ভালোবাসাটাকে সে সৃষ্টিকে পাওয়ার মাঝে মিলিয়ে ফেলেছে। এই জন্য এই ভালোবাসাকে সৃষ্টিকর্তার উপহার হিসেবে দেখতেছে। বারো বছর পর্যন্ত ছিপ হাতে বসে আছে চন্ডীদাস। এই দেখে রজকিনি চন্ডীদাসকে জিজ্ঞাসা করে

যে আপনি এখানে কি মাছ পাইলেন। তখন চন্ডীদাসের উত্তর হলো আজই প্রথম মাছে ঠুক্কুর দিলো। এটা সৃষ্টিকর্তার দেওয়া ভালোবাসা। এই জন্য সবাইকে ভালোবাসতে হবে। সবার মাঝে ভাই, বন্ধু আত্মীয়তার সম্পর্কে বাধতে হবে।

শাখাওয়াত বকুলঃ মানুষের জীবন মাত্রই ঘটনাবহুল। আপনার এই জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে বা এখানে সফলতা আছে, ব্যর্থতা আছে। বিভিন্ন রকমের কষ্ট বেদনার কথা আছে। আপনার জীবনে এমন কোন ব্যর্থতা বা হতাশার মুহূর্ত আছে যা পরবর্তী সময়ে আশীর্বাদ হয়ে ফিরে এসেছে। যা আমাদের জানাবেন।

লায়ন এম এ রশিদ : ব্যর্থতা আমি কোন দিনই স্বীকার করি না। ব্যর্থতা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই এবং আমি জীবনে কখনো ব্যর্থ হইনি। আমি ধৈর্য্য ধারণ করেছি। যেটা পাইনি বা হয় নি সেটা হয়তো আল্লাহ আমাকে দেয়নি আমার নামে। সৃষ্টি কর্তার কাছে এটা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার কোন কষ্ট বেদনা নাই। জীবনে কখনোই কষ্ট নিয়ে থাকিনি। কষ্ট যখন পেয়েছি আমি তখন মেনে নিয়েছি এটা আমার জন্য পাওনা ছিলো।

শাখাওয়াত বকুলঃ আমি আসলে এভাবে বলিনি। আমি জানতে চেয়েছি যে, আপনি একটি কাজ করতেছেন, কিন্তু আপনি সেভাবে কাজটি করতে পারছেন না। পরবর্তীতে দেখা গেল সেই কাজটা না হয়ে ভালো হয়েছে এমন ঘটনা জানতে চাইছিলাম।

লায়ন এম এ রশিদ : আমি বোধয় একটু ভিন্ন রকমের মানুষ। আমি কোন কাজ করতে গেলে মন বলে দেয় তুমি এটা করো, অথবা "তুমি এটা কইরো না" আমি যখন ওয়াটার হাউজ করি এর আগে আমি এখানে গ্যাস পম্প করতে চেয়েছি। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লোন মঞ্জুর করে গ্যাস পাম্প করবো। আমি একসময় জায়গা পরিদর্শন করে দেখি মন কইতাছে তুই পাম্প করিস না, এখানে বাড়ি কর আমার সাথে ইঞ্জিনিয়ার আলীম আছে এই পাম্পের অংশীদার। তাকে বললাম তুমি তোমার অংশ বুঝে নিয়ে জায়গাটা আমার নামে করে দাও। আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিচ্ছি। আমি পরবর্তীতে বাড়িটি তৈরি করি। গতবছর আমি কয়েকজন পাম্প মালিকের সাথে কথা বলে জানতে পারি বৈধ ভাবে পাম্প ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। সৃষ্টিকর্তা আমার কাছ থেকে অবৈধ কোন আয় গ্রহণ করতে চাননি। আমি বাড়ি করে তৃপ্ত আছি এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

সেলিম সাইফুলঃ আজকের সমাজে মানবিকতার সংকট নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। আপনার মানবিক উদ্যোগ "বৃদ্ধাশ্রম" নিয়ে আপনার আগামী পরিকল্পনা জানতে চাই? আপনার দৃষ্টিতে একটি মানবিক সমাজ গঠনের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় কি?

লায়ন এম এ রশিদ : এই বিষয়টাকে বৃদ্ধাশ্রম না বলে বৃদ্ধ দের আশ্রম বলে থাকি। আমি যখন বিভিন্ন জায়গায় বৃদ্ধদের পড়ে থাকতে দেখেছি যে, কেউ খবর নেয় না, রাস্তায় পড়ে আছে। এরা তো মানুষ। এদের প্রতি তো আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য আছে। আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকে আল্লাহ কাছে চাইছি যে, বৃদ্ধাশ্রম করতে পারলে এই সব লোকদের জায়গা দিতে পারতাম। এটা আমি মনে মনে রাখছি এর পর আমি জায়গা ক্রয় করেছি, বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার জন্য। একজন লোককে পছন্দ হয়েছে তার বাড়ির কাছে করেছি, জায়গা কিনেছি। পরে দেখা গেলো যে সে এই কাজে উৎসাহি না। পরে মালেক ভাই নামে একজন আমার কাছে আসে। সে কয়েকজন বৃদ্ধকে নিয়ে এই ধরনের কাজ করছেন কিন্তু তার পর্যাপ্ত পুঁজি নেই। এসময় আমার পুত্রবধূ আমাকে বলে যে মালেক ভাইয়ের বাড়ি আমার বাড়ির কাছে। আমি তাকে ভালোভাবে চিনি। মালেক ভাইয়ের প্রজেক্ট দেখতে আপনার ভালো লাগতে পারে। আমি মালেক ভাইয়ের প্রজেক্ট পরিদর্শনে যাই। আমার আগের প্রজেক্ট আর মালেক ভাইয়ের প্রজেক্ট একই রকম হওয়ায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। আমার মনে হলো আল্লাহতো সবার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। এই হঠাৎ এই হয়ে যাওয়াটা যদি অনুভব করতে পারে তাহলে আপনি আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন।

পরবর্তীতে মালেক ভাইকে সহায়তা করার জন্য দুই একর জমি ক্রয় করে ৫০ শতক জমি কবরস্থানের জায়গা দিয়ে বাকি জায়গা বৃদ্ধদের আশ্রমে দান করে দেই। বর্তমানে ২৯ জন বৃদ্ধ অবস্থান করছে এখানে। এখানে এমনও বৃদ্ধ আছে যে তার সন্তানরা তাকে হাত পা ভেঙ্গে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়। আমাদের লোক তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে সেবা করে দুই বছর সেবা করার পর তার এক নাতি বিদেশে থেকে জানতে পেরে তাকে নিয়ে যায়। আরো মজার বিষয় হলো এই ২৯ জনের কারোরই অসুখ হয় না। আমার এখানে নিজস্ব ডাক্তার থাকার পরও কাউকে ঔষধ খেতে হয়নি। আমার এখানে পাঁচজন লোক আছে যারা বৃদ্ধদের সেবা যত্ন করে। এরা আবার এতিম, ঠিকানা জানা নেই। এদের বাবা-মায়ের খোঁজ খবর নেই। এরদের মধ্যে দুইজন বিয়ের উপযোগী ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের জন্য আলাদা করে ঘরে তৈরি করে দিয়েছি। এদের ঘরে সন্তান আছে। মাসে মাসে যে খরচ হয় তার আমি বহন করি এর সাথে অংশিদার হন ভালুকার মইনুদ্দিন (ওছি) ভাই তার চাকরিতে যে পরিমান রেশন পায় তা এখানে দান করে দেন। স্থানীয় শহীদ নামে এক নেতা ২০,০০০ টাকা দান করে। আমার দায়িত্ব হলো এখানে একটি ফান্ড তৈরি করা। আমার মৃত্যুর পর আমার দুই ছেলে সেলিম ও সাখাওয়াত এটা পরিচালনা করবে। এখানে ছেলেরা উৎসাহিত হলেও আমি চাই আমি বেঁচে থাকা অবস্থায় এটা আমিই পরিচালনা করি। এরপর তারা এর দায়িত্ব নেবে।

সুরঞ্জিত বাড়ইঃ জীবনের দীর্ঘ পথচলায় আপনি কি শিখেছেন- মানুষকে সফল হওয়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন?

লায়ন এম এ রশিদ : মানুষকে কে দেখে দেখে জীবন চলেছে। ভালো মানুষ হইতে গেলে একদম শিশুপাঠ থেকে শুরু করতে হবে। মানুষকে ভালো হওয়ার কথা বললে সে তা শুনবে না। ভালো কথা মানুষ শুনতে চায় না। কারণ রাজনৈতিক পরিবেশ, বাপ-দাদার কাছ থেকে যা দেখে আসছে। ছোট থেকে যা দেখে বড় হয় তার মধ্য তাই কাজ করে সহজে পরিবর্তন করতে পারে না। পৃথিবীর যত দেশ আছে তাদের প্রায় সবারই ৫০ বছরের পরিকল্পনা রয়েছে। ৫০ বছর পরে দেশকে কোন জায়গায় দেখতে চাই তার সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োগ করতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বেশি এগিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীটাকে যদি সবাই ভাবে যে বেশি দিনের দুনিয়া না। মানুষের মাঝে যখন আত্ম উপলব্ধি আসে, আমি যা পাচ্ছি তাতেই সন্তুষ্ট, আমি অন্যের জন্য কি করতে পারি। আমি কতটুকু এবাদত করতে পাচ্ছি। অন্যের জন্য কাজ করাটাই এবাদত। বসে বসে নামাজ পড়া এবাদত না। অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গেলেই এবাদত না। এবাদত হলো প্রতিটা কাজই এবাদত। এই এবাদতটা মনের মধ্যে ধারণ করতে হবে। আমি কোথাও ঠেকবো না, কারণ আল্লাহ কাউকে ঠেকান না।

সেলিম সাইফুলঃ মুক্তাগাছার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনা শীর্ষবিন্দু, এটি শিল্প সাহিত্যে বিশেষ কোন অবদান রাখবে কি না ?

লায়ন এম এ রশিদ : প্রতিটি জিনিসই কিছু না কিছু অবদান রাখে। ছোট বিন্দু কণা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। শীর্ষবিন্দু মানুষের কথা বলে। বলতে বলতেই মানুষের ভিতর আগ্রহ তৈরি হয়। মানুষ যখন শীর্ষবিন্দুর কথা শুনবে, হৃদয়ে যতক্ষণ ধারণ করবে, তৃপ্তি অনুভব করবে। সাংস্কৃতিক জগতে, মনের জগতে, এটা নিয়ে যখন ভাববে তখন তার মধ্য একটা পরিবর্তন অনুভব করবে। একটা কাগজের মাধ্যমে, পড়ালেখার মাধ্যমে মানুষের পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই পরিবর্তনের যুগে আমরা যা লিখতেছি, কতটুকু মানুষের অন্তরের গভীরতা প্রকাশ করতে পাচ্ছি সেই ধরনের প্রকাশ থাকতে হবে। সেই ধরনের কবিতা, গল্প নিয়ে আসতে হবে। যে লেখা থেকে মানুষ একটা রস পেতে পারে। মানুষকে লেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ রস দিতে হবে। রসটা যদি না দেয় তাহলে তো মানুষ নিরাশ হয়ে যাবে। এটা তো একটা রসের জায়গা, মানুষের আত্মারও রসের প্রয়োজন। এটাকে লালন করতে হবে। লালন করলে অন্যরাও উপকৃত হবে, সমাজ উপকৃত হবে, আমার দেশের সংস্কৃতি তো ধরে রাখতে হবে। নাহলে তো বিদেশি সংস্কৃতিতে দেশের মানুষ বিপথগামী হবে।

শাখাওয়াত বকুলঃ আজকে তো আমরা সবাই মিলে আপনাকে প্রশ্ন করেছি কিন্তু যদি আপনি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন- তার উত্তর কি হবে?

লায়ন এম এ রশিদ : আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতাম। আমি পৃথিবীতে যে সময় নিয়ে আসছি তার কতটুকু কাজ করতে পারছি। এটা আমি সব সময় নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে চলেছি। আমি যদি নিজেকে প্রশ্নই না করতে পারি তাহলে তো দুনিয়াতে আসলাম আর চলে গেলাম- কোন কাজ আর করা হলো না। যখন দেখি যে দিন শেষে কিছু করতে পেরেছি তখন মনে হয় আমি সন্তুষ্ট। কেউ যখন কারো ক্ষতি করতে যায় তখন প্রকৃতি তার বিধান অনুযায়ী কাজ করে। আর যার ক্ষতি করছে সে কোন না কোন ভাবে তার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে।

সেলিম সাইফুলঃ ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদের শীর্ষবিন্দুর জন্য সাক্ষাতকার জন্য সময় দেওয়ার জন্য। আপনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। সেখানে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হবে।

লায়ন এম এ রশিদ : আমিও আপনাদের কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমি নগন্য মানুষ তারপরেও আপনারা আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমিও আপনাদের ভালোবাসি। এইটুকু নিয়েই আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চাই। আমরা সবাই চেষ্টা করবো কার জন্য কতটুকু করতে পারলাম। প্রত্যেকের সাথেই যেন আত্মীক সম্পর্ক থাকে। পরকালেও যেন আমাদের সবার সাথে সবার যেন দেখা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে
একজন লায়ন আব্দুর রশিদ সাহেব

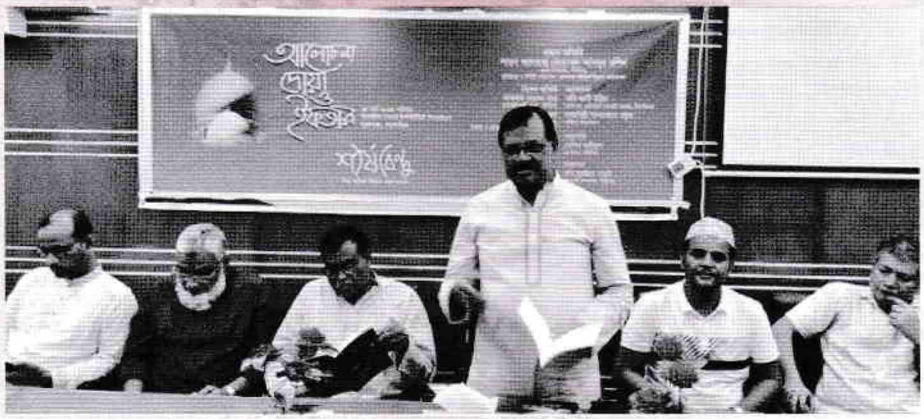

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে
একজন লায়ন আব্দুর রশিদ সাহেব

শীর্ষবিন্দু

১৬তম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায়

আন্তরিক শুভেচ্ছা

লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

আসপাডা কার্ডক্রম সমূহ

* প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা।
* উন্নত বীজ উৎপাদন ও বন্টন কর্মসূচী।
* কৃষি উন্নয়নে সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা।
* কৃষি উন্নয়নে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহ এক-একজন কৃষকের প্রতি বছর ৭-৮ লক্ষ টাকা আয় করে দেওয়ার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।
* দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট।
* নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী কর্মসূচী।
* প্রশিক্ষণ পরবর্তী অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান।
* এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম।
* বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী (মেধা ঝরতে দেব না, অর্থের অভাব হবে না)।
* ঝড়ে পড়া শিশুদের জন্য ৪০০টি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়।
* পড়াশোনার শেষ স্তর পর্যন্ত গরীব মেধাবীদের মাসিক বৃত্তি প্রদান/অর্থায়ন।
* কাউকে বাদ না দিয়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প।
* কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি।
* সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম ও পরিবেশ উন্নয়ন।
* ফরেস্ট্রি প্রজেক্ট।
* নরওয়ে কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় কমসূর্চী এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ১৮টি দেশে।

এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক, শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আমরা নিবেদিত

অদম্য মেধাবীদের স্বপ্নপূরণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে
দেশ ও জাতিকে অনন্ত সম্ভাবনার পথ দেখায়

আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন